দৈনিক
ইত্তেফাক

১৩
তারিখ ... JUN. 26 2006 ...
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৭.....

গ্রামের মেয়েরা স্কুল কলেজের চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় বেশি আগ্রহী

॥ বাউফল সংবাদদাতা ॥

বাউফল উপজেলার অভিভাবকেরা তাদের কন্যা সন্তানদের মাধ্যমিক স্কুল ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের চেয়ে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করাতে আগ্রহী বেশি। কারণ হিসেবে জানা যায়, স্কুল-কলেজের চেয়ে মাদ্রাসার সিলেবাস কম, পাস করতে সহজ, অভিভাবকদের ধর্মীয় অনুভূতি, বোরকা পরে শালীনতা বজায় রাখতে পারে, বিবাহ দেয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা, সর্বোপরি স্কুল-কলেজের মত উপবৃত্তি প্রাপ্তির সুবিধা ইত্যাদি কারণে বাউফলে স্কুল-কলেজে চেয়ে মাদ্রাসায় লেখাপড়ার জন্য নারীরা ঝুঁকে পড়েছে বেশি। এ কারণে দেখা গেছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাউফলে স্কুল-কলেজের চেয়ে মাদ্রাসায় ছাত্রী ভর্তির হার বেশি।

উদাহরণস্বরূপ এ বছর দাখিল পরীক্ষায় (এসএসসি সমমানের) দেখা গেছে, বাউফলে ১,১৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে উহার মধ্যে ৭২৭ জন ছাত্রী এবং ৪৬৯ জন ছাত্র। হিসাবে দেখা যায়, ছাত্র হচ্ছে ৪০ ভাগ এবং ছাত্রী হচ্ছে ৬০ ভাগ।

বর্তমানে আলীম ও ফাজিল পরীক্ষা চলছে।

সে ক্ষেত্রেও দেখা যায়, ৪৭৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২২১ জন ছাত্রী এবং ২৬৬ জন ছাত্র। বাউফল উপজেলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ৭২টি। উহার মধ্যে দাখিল মাদ্রাসা (অর্থাৎ এসএসসি মানের) ৫৫টি, আলিম মাদ্রাসা (এইচএসসি মানের) ১১টি এবং ফাজেল মাদ্রাসা (বিএ মানের) ৬টি। ৭২টি মাদ্রাসায় বর্তমানে প্রায় ৮ হাজার ছাত্রী লেখাপড়া করে এবং ৩,৫০০ ছাত্রী উপবৃত্তির সুবিধা ভোগ করে।

এ প্রসঙ্গে আলাপ করে এ বছর ফাজিল পরীক্ষা দিতে আসা ৩ জন পরীক্ষার্থিনীর সাথে আলাপ করে জানা যায়, সালমা বেগম বাজেমহল মাদ্রাসার ছাত্রী, সেলিনা বেগম নূরাইনপুর [illegible] প্রত্যেকেই মাদ্রাসা লাইনে দাখিল ও আলিম পাস করে এখন ফাজিল পরীক্ষা দিচ্ছে। ফাজিল পাস করে তারা কামেল মাদ্রাসায় অর্থাৎ এমএ ভর্তি হবে।

মাদ্রাসায় লেখাপড়া সম্পর্কে তারা জানায়, তাদের বাড়ি থেকে স্কুল-কলেজ অনেক দূরে এবং মাদ্রাসা কাছে হওয়ায় তারা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে। অভিভাবকদের ইচ্ছা মাদ্রাসায় পড়ানো। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি শালীনতা বজায় রেখে চলাফেরা করতে পারে।

আলাপ হয় বেশ কিছুসংখ্যক অভিভাবকদের সাথে– কি কারণে তাদের মেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তি না করিয়ে মাদ্রাসায় করালেন।

পোনাহুরা গ্রামের মোঃ মজিবর রহমান জানান, তার একমাত্র মেয়ে সোমা ইয়াসমীন সুলতানাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করানোর কারণ হিসেবে জানান, বাড়ির কাছে মাদ্রাসা হওয়ায় সমস্যা নেই। ইংরেজী বাংলা শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা করতে পারে।

বাপ মারা গেলে অন্ততপক্ষে মেয়ে পিতার জন্য দোয়া করতে পারবে। স্কুল-কলেজে পড়লে বোরকা পরতে চায় না। চলাফেরায় শালীনতা থাকে না।

গুলবাগ গ্রামের আবুল কালাম, ইন্দ্রকূল গ্রামের মতিয়ার রহমান, নূরাইনপুর গ্রামের আতাহার উদ্দিন– এরা প্রত্যেকেই তাদের কন্যাদের মাদ্রাসায় ভর্তি করার ক্ষেত্রে একই ধরনের কথা বললেন।

এদের মধ্যে দুই একজনে ভিন্ন ধরনের কথা ও বললেন তা হচ্ছে বর্তমানে শহরের চাকরিজীবী ছেলেরা বিবাহের ক্ষেত্রে গ্রামের পর্দাপোষিতা ও রোজা-নামাজ করে এমন মেয়েদের পছন্দ করে। এ কারণে গ্রামের অভিভাবকেরা স্কুল-কলেজের [illegible]